গুরু রমিজ যাঁর নিকট আবেদন করেন

যে সকল ভক্ত গুরু রমিজের নির্দেশ মতে কর্মসাধন করে তাদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতঃ (পবিত্রীকৃত) পরমে পরিণত হয়েছেন ঐ সমস্ত ভক্তের পরমাত্মা সমূহ রমিজের পরমাত্মার সাথে লয় হয়েছে। আর গুরু রমিজের পরমাত্মা তাঁর সাথে লয়কৃত সকল আত্মাসহ, আমিত্বকে বিসর্জন দিয়ে স্বয়ং স্রষ্টার সাথে বিলীন হয়ে একাকার মহাপরমাত্মায় পরিণত হয়েছেন। এই মহাপরমাত্মাকে গুরু রমিজ আত্মার রাজ্যে বা আলমে আরওয়ার সর্বাধিপতি হিসাবে মর্যাদা দিয়ে থাকেন। আলমে আরওয়ার সকল কর্মকান্ড সর্বাধিপতির (স্রষ্টা) নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। মহাগুরু রমিজ এই সর্বাধিপতির নিকট-ই তাঁর নিজের এবং সকল ভক্তের জন্য সর্ব বিষয়ের আবেদন নিবেদন করে থাকেন।

রুহের দেশ বা আলমে আরওয়া সম্পর্কে গুরু রমিজ নিম্নরূপ ধারণা দিয়েছেন-

পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে, রাষ্ট্র পরিচালনার সুবিধার্থে প্রত্যেক রাষ্ট্রেই অনেকগুলো ডিপার্টমেন্ট থাকে। প্রতিটি ডিপার্টমেন্টে একেকজন করে কর্মকর্তা থাকেন। তার আজ্ঞাধীনে উক্ত ডিপার্টমেন্টের অন্যান্য কর্মচারীগণ নিজ নিজ কর্তব্য শৃংখলার সহিত পালন করেন। আত্মার রাজ্যেও তদ্রুপ বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট আছে। যারা পৃথিবীতে সদ্‌গুরুর অধীনে সৎকর্ম করে নিজ আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতঃ মারেফাতের (সাধনার) উচ্চস্তর অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন, তারাই আত্মার রাজ্যের

কর্মকর্তা-কর্মচারী হিসেবে কর্মরত থাকেন। সবাই স্রষ্টার বা সর্বাধিপতির আজ্ঞাধীন থাকেন। উক্ত বিষয়ে গুরু রমিজ তাঁর ভাষায় বলেন-

"পৃথিবীতে প্রজা থাকে রাজার শাসনে,
কতশত ডিপার্টমেন্ট আছে স্থানে স্থানে
সেই রকম ডিপার্টমেন্ট আছে রুহের দেশে,
শত শত মুক্ত লোক কাজ করে নিজ খোশে"।

উপদেশ-২১,২২ (স্বর্গে আরোহণ)

*** বিঃ দ্রঃ** *রমিজের মতাদর্শ মতে রুহের দেশ আলমে আরওয়া সম্পর্কে উপরে আলোকপাত করা হলো। উল্লেখ্য যে, মহাগুরু রমিজ অপার্থিব রুহের দেশ আলমে আরওয়া ছাড়াও আমাদের পৃথিবীর মতো আরো অনেক গ্রহের বা ভূমের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে বলেছেন।*

তাঁর মতে আমাদের সৌরজগতের বাইরে আরো অসংখ্য সৌরজগত রয়েছে। ঐ সমস্ত কোন কোন সৌরজগতের আওতাধীনে আমাদের পৃথিবী নামক গ্রহ বা ভূমের মত আরো অনেক ভূম রয়েছে। কোন কোন ভূমে আমাদের পৃথিবীর মত আবহাওয়া, তাপমাত্রা, পানি, বৃক্ষলতা ইত্যাদি রয়েছে এবং ঐ সমস্ত ভূম বা গ্রহে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী বসবাস করছে।

মহাগুরু ও মহাসূফী খন্দকার রমিজ আধ্যাত্মিক বা মারেফাতের এতই উচ্চতম সোপানে অবস্থান করতেন, যার কারণে মোরাকাবা বা ধ্যানের মাধ্যমে তাঁর মধ্যে মহা জাগতিক শক্তি (Cosmic Energy) ও অধ্যাত্ম দর্শন-এর আবির্ভাব ঘটতো। এ দর্শনের মাধ্যমে তিনি উল্লেখিত গ্রহ, মানব এবং প্রাণী সম্মন্ধে অবগত হয়ে যেতেন। তার-ই ফলশ্রুতিতে তিনি উপরোক্ত ভূম বা গ্রহরাজীর বর্ণনা দিয়েছেন। অন্যান্য গ্রহ ও গ্রহলোকে কিংবা ভূমগুলোতে মানব ও প্রাণীর বসতির কথা তিনি এখন থেকে একশত বছরেরও অধিক কাল পূর্বেই তাঁর ভক্তদের কাছে প্রকাশ করেছিলেন।